CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE (HONS)

SEM-4 C8T : Political Processes and Institutions in Comparative Perspective
TOPIC-IV : Nation–State

জাতি – রাষ্ট্র

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

What is nation–state? Historical evolution in Western Europe and postcolonial contexts 'Nation' and 'State': debates

জাতি -রাষ্ট্র কি? পশ্চিম ইউরোপে ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রসঙ্গ 'জাতি' এবং 'রাষ্ট্র': বিতর্ক

জাতির রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানব ইতিহাসের মতোই পুরানো। রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস শুরু হয় মানুষের রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে। এই আধুনিক যুগে, কেউই এর সমস্ত চাহিদা একা পূরণ করতে পারে না এবং ফলে তার আকাঙক্ষা, আগ্রহ এবং লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য অন্যান্য রাজ্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। একটি জাতি হল এমন একদল মানুষ যারা নিজেদেরকে ভাগ করে সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত এবং সমন্বিত একক হিসেবে দেখে। জাতিগুলি সামাজিকভাবে নির্মিত একক, প্রকৃতি দ্বারা দেওয়া হয় না। একটি জাতি – রাষ্ট্র হল একটি সমজাতীয় জাতির ধারণা যা তার নিজস্ব সার্বভৌম রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয় - যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রে একটি জাতি থাকে। জাতি-রাষ্ট্র মোটামুটি সম্প্রতি বিকশিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ তাদের নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্র গঠন করেছিল। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের ফলস্বরূপ, ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রথমবারের মতো সত্যিকারের 'আন্ত-জাতীয়' হয়ে ওঠে। জাতি-রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌমত্বের একই অধিকার দাবি করে যার অর্থ তারা আনুষ্ঠানিকভাবে একে অপরের সমান।

জাতিকে ব্যক্তির স্থায়ী সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা সাধারণ ভাষা, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং জাতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যকে রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং রাষ্ট্রকে শাসক সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যখন কোনো জাতির একটি রাষ্ট্র বা নিজস্ব দেশ থাকে, তখন তাকে জাতি-রাষ্ট্র বলা হয়। ফ্রান্স, মিশর, জার্মানি এবং জাপানের মতো জায়গাগুলি জাতি-রাষ্ট্রের উদাহরণ। কিছু রাজ্য আছে যেখানে দুটি দেশ আছে, যেমন কানাডা এবং বেলজিয়াম। তুলনামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বা দেশরাষ্ট্র ব্যবস্থা বলা হয়। এটি তুলনামূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। সার্বভৌম দেশ রাষ্ট্রে গোটা বিশ্বের লোকেরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই রাজ্যগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে নিজেদের প্রয়োজনে। মানুষকে রাজ্য বা দেশগুলিতে সংগঠিত না করা হলে কোনও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্ভব হত না। বর্তমান যুগে জাতি-রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস করা যায় না। তবে, বিশ্ব মঞ্চে আজকের প্রধান রাজনৈতিক অভিনেতারা হলেন বহু দেশ-রাষ্ট্র যা একটি আধুনিক সৃষ্টি।

পশ্চিম ইউরোপে ঐতিহাসিক বিবর্তন (Historical evolution in Western Europe):

প্রসঙ্গত, 1500 এর আগে, ইউরোপে জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। সেই সময়ে, অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে একটি জাতির অংশ মনে করত না; তারা খুব কমই তাদের গ্রাম ছেড়েছিল এবং বৃহত্তর বিশ্বের সম্পর্কে খুব কমই জানত। যদি কিছু হয়, মানুষ তাদের অঞ্চল বা স্থানীয় প্রভুর সাথে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। একই সময়ে,

রাজ্যের শাসকদের তাদের দেশের উপর সামান্য নিয়ন্ত্রণ ছিল। পরিবর্তে, স্থানীয় সামন্ত প্রভুদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং রাজাদের শাসন করার জন্য প্রায়ই তাদের অধস্তনদের নিজ-নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হতো। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য অংশে আইন ও বিদ্যাচর্চাও ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল।

প্রারম্ভিক আধুনিক যুগে, সামন্ত রাজন্যদের দুর্বল করে এবং উদীয়মান বাণিজ্যিক শ্রেণীর সাথে নিজেদের জোট করে বেশ কয়েকজন রাজা ক্ষমতা সংহত করতে শুরু করেন। ক্ষমতার একীকরণেও অনেক সময় লেগেছে। রাজা এবং রাণীরা তাদের অঞ্চলের সকল মানুষকে একীভূত শাসনের আওতায় আনার জন্য কাজ করেছিলেন। জাতি-রাষ্ট্রের জন্মও জাতীয়তাবাদের প্রথম গণ্ডগোল দেখেছিল, কারণ রাজারা তাদের প্রজাদের নতুন প্রতিষ্ঠিত জাতির প্রতি আনুগত্য বোধ করতে উৎসাহিত করেছিল। আধুনিক, সমন্বিত জাতি-রাষ্ট্র উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বেশিরভাগ অঞ্চলে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ, জাতিরাষ্ট্রগুলি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক অভিনেতা। একটি জাতিরাষ্ট্র একটি ক্ষমতাসীন সংস্থা যা একটি জাতীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত যা একটি জাতীয় পরিচয় বজায় রাখে, একটি সীমান্ত অঞ্চল দখল করে এবং তাদের নিজস্ব সরকার অধিকার করে। ফ্রান্স, জাপান এবং আমেরিকার মতো দেশগুলি আধুনিক দেশ-রাষ্ট্রের উদাহরণ। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপে শুরু হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বকে ঘিরে ফেলে। বর্তমানে 193 টির মতো জাতীয়-রাষ্ট্র রয়েছে এবং এই রাষ্ট্রগুলি বিশ্ব মঞ্চে প্রধান রাজনৈতিক অভিনেতা। সামন্তপ্রধান ও ক্যাথলিক চার্চের অধীনে থাকা রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলস্বরূপ মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইউরোপে জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। রেনেসাঁস এবং সংস্কার উভয়ই চার্চের রাজনৈতিক শক্তির পথ ভাঙছিল। এটি ছিল জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির সময়। লাতিনের পরিবর্তে ভার্নাকুলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। রোমান ভিত্তিক আইন না হয়ে জাতীয় সম্পর্কে আগ্রহের বিকাশ ছিল। ইউরোপে অবশেষে আইনী জাতীয়তাবাদ লিখিত জাতীয় আইন কোডের রূপ নিয়েছিল।

রোমান চার্চের পতনের সাথে মিলিত হয়ে ইউরোপেও সামন্ততন্ত্রের পতন দেখা শুরু হয়েছিল। ইউরোপের বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ফলে সামন্ততন্ত্রের উপর একটি বড় চাপ এসেছিল। ফলে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় শক্তিকে গতি দেওয়া হয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের অধীনে জমি সম্পদ এবং মর্যাদার উৎস ছিল, তবে সেই ব্যবস্থাটি একটি ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক শ্রেণির কাছে ফলন লাভ করেছিল যা ব্যবসা এবং অর্থের ক্ষেত্রে তার সম্পদ খুঁজে পেয়েছিল। আস্তে আস্তে, সামন্ততান্ত্রিক মন্ত্রীরা তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য হারাতে শুরু করছিল । সামন্তবাদী প্রভুর শক্তি অদৃশ্য হয়ে এই শক্তির শূন্যস্থানটি নতুন ধরণের শাসকের জন্ম দিয়েছে: একক জাতীয় রাজতন্ত্র। পশ্চিম ইউরোপে অঞ্চলটি একীভূত হতে শুরু করল কারণ বণিক শ্রেণিগুলি এমন এক শক্তিশালী শাসককে কাঙ্ক্ষিত করতে চেয়েছিল যা তাদের এবং তাদের জিনিসগুলি রক্ষা করতে পারে যা এক গন্তব্য থেকে অন্য গন্তব্যে ভ্রমণ করার সাথে যুক্ত ছিল। ক্রমবর্ধমানভাবে, লোকেরা আর শপথ করে তাদের শাসকের কাছে আবদ্ধ ছিল না; বরং তারা সেই শহর ও শহরের নাগরিক ছিল যাঁরা সেই শহরের সাথে সংযুক্তির কারণে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার পেয়েছিলেন। যেহেতু শহরগুলি সম্পদের উত্স ছিল, তাই তারা সুরক্ষার বিনিময়ে শক্তিশালী শাসকদের দ্বারা নির্দিষ্ট করা কর প্রদানের প্রধান প্রার্থী ছিল। সময়ের সাথে সাথে, এই শাসকরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন আরও বেশি জমি একীভূত করতে থাকে। যেহেতু বণিকরা পুরো ইউরোপ জুড়ে ভ্রমণ করত তাই তারা কম সংখ্যক শাসক নিয়ে আরও একীভূত ইউরোপের জন্য আকাঙ্ক্ষাকে জন্ম দিয়েছিল আরও বেশি সুরক্ষার প্রয়োজনে।

সার্বভৌমত্ব এবং জাতি রাষ্ট্র (Sovereignty and the Nation State):

ইউরোপীয় জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান এবং প্রধান ঘটনাগুলির সময়সীমা ঠিক 1500 এর দশক থেকে দেখা যায়। সেই সময় অধিকাংশ মানুষ ছোট গ্রামে বাস করত; তারা সামন্ত জমিদারদের কর প্রদান করত, ভ্রমণ করত না, এবং গ্রামের বাইরে

কোনো কিছুরই সাথয়েই যুক্ত থাকতো না। 1485 সালে, হেনরি সপ্তম ইংল্যান্ডে "War of the Roses" যুদ্ধে জয়ী হয়, টিউডার রাজবংশ শুরু করে এবং ইংরেজ জাতি-রাষ্ট্রের বিকাশ শুরু করে। 1492 সালে, স্পেনীয় রাজা ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা মুসলিমদের কাছ থেকে সমস্ত স্পেন ফিরিয়ে নিয়েছিলেন; বিশ্ব শক্তি হিসেবে স্পেনের যুগ শুরু হয়। 1547-1584 সময়কালে ইভান দ্য টেরিবল রাশিয়া শাসন করে; সরকারকে একত্রিত করে এবং প্রথম রাশিয়ান জাতি-রাষ্ট্র তৈরি করে। একইভাবে, 1638-1715 -এর সময়, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই একটি পরম রাজতন্ত্র তৈরি করে; ফ্রান্স ইউরোপে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। 1648 সালে, ওয়েস্টফালিয়ার শান্তি জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌম হিসেবে আইনগত মর্যাদা দেয় এবং 1789 সালে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়; এটি আধুনিক ফরাসি জাতি-রাষ্ট্র তৈরি করে এবং ইউরোপ জুড়ে জাতীয়তাবাদের উদ্ভাসিত করে। গুরুত্বপূর্ণভাবে 1871 সালে ইতালি এবং জার্মানির একীকরণ সম্পন্ন হয়। এখন 1919, ভার্সাই চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ করে; এটি বহুজাতিক সাম্রাজ্য ভেঙে দেয় এবং অনেক নতুন জাতি-রাষ্ট্র তৈরি করে এবং 1945 সালে জাতিসংঘ গঠন করে। রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, ওয়াল্টার বার্নসের মতে হবস "প্রথম রাজনৈতিক দার্শনিক যে খোলামেলাভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকার ধর্মবিরোধী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

জাতি রাষ্ট্রের উত্থান (The Growth of the Nation States):

১৭৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানটি অনুমোদনের সময়কালে বিশ্বের 20টি দেশ-রাষ্ট্র ছিল মাত্র। তবে, শীঘ্রই এটি পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল যে উনিশ শতক স্পেন ও ফ্রান্সের মতো ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে একের পর এক স্বাধীনতা আন্দোলন ঘটিয়েছিল যা নতুন রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উত্থানও দেখা যায়। সাম্রাজ্যের এই ধ্বংসযজ্ঞটি বিংশ শতাব্দীতে অব্যাহত ছিল কারণ আরও নৃগোষ্ঠী জাতীয় সংহতিকে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের রাজনৈতিক গন্তব্য নির্ধারণের অধিকার দাবি করেছিল। । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের বছরগুলি অটোমান এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের মতো বিশ্ব সাম্রাজ্যের একটি বৃহত সংখ্যক নতুন দেশ-রাষ্ট্র এবং একই সাথে হ্রাস পেয়েছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রায় অর্ধেকই স্থানে ছিল। নতুন ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরও রাজ্য গঠনের দিকে পরিচালিত করেছিল। 1944-1984 এর মধ্যে প্রায় নব্বইটি নতুন রাজ্য তৈরি হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং একাধিক প্রজাতন্ত্রের উত্থানের সাথে মিলিত হয়ে, সহস্রাব্দের পালা দিয়ে বিশ্বের প্রায় ১৯০ টি দেশ-রাষ্ট্র ছিল। দেশ-রাষ্ট্র এখনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক খেলোয়াড় হিসাবে রয়ে গেছে।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির বর্তমান বিশ্লেষণ প্রায়শই ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়। রাষ্ট্র গঠনের ইউরোপীয় ইতিহাস ভালভাবে নথিভুক্ত এবং সারা বিশ্বে প্রক্রিয়াগুলিতে এর প্রভাব পড়েছিল। রাষ্ট্র গঠনের ইউরোপীয় ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে 17, 18 এবং 19 শতকে, জাতি-রাষ্ট্রের মূল নীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদের উত্থান বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ইংল্যান্ডে আধুনিক দেশ-রাষ্ট্রের উত্থান যেখানে জাতীয়তাবাদ স্বতন্ত্র স্বাধীনতা এবং জনস্বার্থে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ধারণার সাথে সমকালীন হয়ে ওঠে, আমেরিকান বিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব এর সাথে শক্তিশালী জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে জোর দিয়েছিল জাতীয়তাবাদের চেতনা এবং দর্শন। জার্মানির একীকরণ রাষ্ট্রের গুরুত্ব হিসাবে জাতীয়তাবাদের ধারণাকে আরও শক্তি দেয়। দেশ-রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি জার্মান দার্শনিক হেগেল (1770-1831) এর ধারণাগুলি থেকে প্রচুর শক্তি পেয়েছিল। জাপানের আধুনিকীকরণ এবং তীব্র জাতীয়তাবাদের উত্থান এটিকে আরও শক্তি দেয়। 18 এবং 19 শতকের ঘটনাবলি পদযাত্রা, বিশেষত 19শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগমন, জাতি-রাষ্ট্রের একীকরণকে সুরক্ষার মৌলিক একক হিসাবে উত্সাহিত করেছিল। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগের ফলে এবং তাদের জনসংখ্যার প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান এবং ভাষাগত ও ধর্মীয়

নিদর্শনকে শক্তিশালীকরণে সহায়তা করেছিল যা জাতির সাথে চিহ্নিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জাতি-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

উত্তর-ঔপনিবেশবাদ (postcolonial contexts):

ঔপনিবেশিক দেশগুলি স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে ঔপনিবেশিক উত্তর দিকটি গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে, উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদের দিকগুলি কেবল ইতিহাস, সাহিত্য এবং রাজনীতি সম্পর্কিত বিজ্ঞানগুলিতেই পাওয়া যায়না, উত্তর ঔপনিবেশিক দেশ এবং পূর্ব ঔপনিবেশিক শক্তি উভয় দেশের সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের দিকেও লক্ষ্য করা যায়। এটি সাহিত্যে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে ঔপনিবেশিকতা পরবর্তী সংস্কৃতি এবং সমাজে ঔপনিবেশবাদের প্রভাবগুলি লক্ষণীয় একটি গবেষণা। ইউরোপীয় দেশগুলি কীভাবে "তৃতীয় বিশ্ব সংস্কৃতিকে" দখল করেছে এবং নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং এই দলগুলি কীভাবে সেইসব অদৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং কীভাবে প্রতিরোধ করেছে, উভয়ের সাথেই এটি উদ্বেগযুক্ত। ঔপনিবেশিকতা পরবর্তী তত্ত্বের মতবাদ এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অধ্যয়ন উভয়ই তিনটি বিস্তৃত পর্যায়ে চলেছে এবং অব্যাহত রয়েছে: ১) ঔপনিবেশিক অবস্থায় থাকার মাধ্যমে প্রয়োগ করা সামাজিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক হীনমন্যতার প্রাথমিক সচেতনতা, ২) জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম এবং ৩) সাংস্কৃতিক ওভারল্যাপ এবং সংকরতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা।

উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের তিন প্রধান হলেন এডওয়ার্ড ডাবলু সাইদ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এবং হোমি কে ভাভা। এডওয়ার্ড বলেছিলেন যে "শক্তি এবং জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য"। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক "এসেনশিয়ালিজম" এবং "স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম" এর মতো পদ চালু করেছিলেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (জন্ম 24 ফেব্রুয়ারি, 1942) ছিলেন একজন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচক এবং তাত্ত্বিক। উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আরেক তাত্ত্বিক হোমি কে.ভাভা ছিলেন ভারতীয় পোস্টকোলোনিয়াল তাত্ত্বিক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্বের মিশ্রণের জায়গাগুলি বাষ্পীভূত হওয়া উচিত; স্পেস যেখানে সত্যতা এবং সত্যতা অস্পষ্টতার জন্য একপাশে সরে যায়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে হাইব্রিডির এই স্থানটি ঔপনিবেশবাদের কাছে সবচেয়ে গভীর চ্যালেঞ্জ। ফ্রান্টজ ফ্যানন (জুলাই 20, 1925 - ডিসেম্বর 6, 1961) ছিলেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, দার্শনিক, বিপ্লবী এবং মার্টিনিকের লেখক। তিনি উত্তর-ঔপনিবেশিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন এবং বিশদ শতাব্দীর বিশিষ্ট দার্শনিক ছিলেন। ডিকোলোনাইজেশন এবং ঔপনিবেশিকরণের সাইকোপ্যাথোলজির ইস্যুতে তাঁর কাজগুলি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ঔপনিবেশিক বিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে উত্সাহিত করেছে। ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী "তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে" আগ্রহী হওয়ার পরে উত্তর-ঔপনিবেশবাদ ক্রমবর্ধমানভাবে বৈজ্ঞানিক তদন্তের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

উত্তর-ঔপনিবেশিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পূর্বের-ঔপনিবেশিক দেশের সাথে, এর জনসংখ্যা এবং সংস্কৃতি এবং বিপরীতভাব অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অসঙ্গত বলে মনে হয়। দুটি সংঘর্ষমূলক সংস্কৃতির এই অসঙ্গতি এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যার পরিসীমা উত্তর ঔপনিবেশবাদে অবশ্যই একটি প্রধান বিষয় হিসাবে বিবেচিত। বহু শতাব্দী ধরে, ঔপনিবেশিক দমনকারী প্রায়শই স্থানীয়দের উপর তার সভ্য মূল্যবোধ জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদি বাসিন্দারা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তখন ঔপনিবেশিক ধ্বংসাবশেষগুলি সর্বব্যাপী ছিল এবং নাগরিকদের মনে গভীরভাবে তাদের অপসারণের কথা ভাবায়। ডিকোলোনাইজেশন হল পরিবর্তন, ধ্বংস এবং প্রথমে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার এবং হারাতে চেষ্টা করার প্রক্রিয়া। আদি বাসিন্দাদের কীভাবে স্বাধীনতাকে অনুশীলন করতে হয় তা শিখতে হয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি বিদেশী দেশগুলির উপর ক্ষমতা হারাতে হয়েছিল। যদিও, উভয় পক্ষকে তাদের অতীতকে দমনকারী এবং

দমনকারী হিসাবে মোকাবেলা করতে হবে। এই জটিল সম্পর্কটি মূলত ইউরোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিকশিত হয়েছিল যা থেকে পূর্বের ঔপনিবেশিক শক্তিরা তাদের দেখেছিল। তাদের ঔপনিবেশিক নীতি প্রায়শই অহংকারী, অজ্ঞ, নিশ্ঠুর হিসাবে নিন্দিত হয়েছিল।

উত্তর ঔপনিবেশিকতা পরবর্তী সময়ে পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কিত মারামারি নিয়েও কাজ করে। ঔপনিবেশিক শক্তি বিদেশী রাজ্যে এসে দেশীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মূল অংশগুলি ধ্বংস করে দেয়; তদতিরিক্ত, তারা ক্রমাগত তাদের নিজের সাথে প্রতিস্থাপন করেছে। দেশগুলি যখন স্বাধীন হয় এবং হঠাৎ করে একটি নতুন দেশব্যাপী পরিচয় এবং আত্মবিশ্বাসের বিকাশের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তখন এটি প্রায়শ দ্বন্দ্বের কারণ হয়। যেহেতু প্রজন্মগুলি ঔপনিবেশিক সার্বভৌমত্বের অধীনে বাস করেছিল, তাই তারা তাদের পশ্চিমা ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি কমবেশি গ্রহণ করেছিল। এই দেশগুলির জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল তাদের নিজস্ব কল হিসাবে এগিয়ে যাওয়ার আলাদা একটি উপায় খুঁজে বের করা। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিকে তাদের স্ব-মূল্যায়ন পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এই অসঙ্গতি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি মনে হয় ডিকোলোনাইজেশন সম্পর্কে যা রয়েছে, অন্যদিকে উত্তর-ঔপনিবেশবাদ এমন বৌদ্ধিক দিক যা এটি মোকাবেলা করে এবং উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্থির বিশ্লেষণ বজায় রাখে।

জাতি বনাম রাষ্ট্র: বিতর্ক (Nation vs State : Debate)

জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। এটি কখনও কখনও আঞ্চলিক রাজ্যগুলিকে বোঝায় (উদাহরণস্বরূপ সিঙ্গাপুরের মত নগর রাজ্যগুলি) এবং কখনও কখনও এমন রাজ্যগুলিকেও বোঝায় যাঁর সীমানা সেই রাজ্যের সীমান্তের সাথে মিলে যায় এর থেকে বোঝা যায় যে: (ক) সমস্ত রাজ্যই জাতীয় আঞ্চলিক রাজ্য নয়; (খ) সমস্ত জাতীয় আঞ্চলিক রাজ্যগুলি রাষ্ট্র নয় - কিছুগুলি বহু-জাতীয় বা কোনও স্পষ্ট জাতীয় ভিত্তি নেই; এবং (গ) সমস্ত জাতি তাদের নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্রের সাথে জড়িত নয়। শেষ ক্ষেত্রে, এটি উত্থাপিত হতে পারে কারণ তাদের জাতীয় পরিচয়টি রাষ্ট্রীয়তার আকারে রাজনৈতিক অভিব্যক্তি অস্বীকার করা হয়েছে এবং / অথবা তাদের সদস্যদের বেশ কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতি, জনগণ এবং রাষ্ট্র। জাতি কখনও কখনও রাষ্ট্রের সাথে অভিন্ন হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এই দুটি ধারণাটি জাতি-রাষ্ট্রে একীভূত হয়ে গেছে। হবসবাউম মনে করেছেন যে দেশগুলির বিকাশ ছিল তুলনামূলকভাবে ঐতিহাসিক বিকাশ। আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবগুলিতে, জাতির অর্থ কম-বেশি একই ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের বেশিরভাগ সময়কালে "জাতি রাষ্ট্র = জনগণ" সাধারণ অর্থে ছিল। নাগরিকত্ব হল উপায় যার মাধ্যমে লোকেরা রাজ্যের অংশ বা এর সাথে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ এটি ঐতিহ্য বা পূর্বপুরুষের চেয়ে নাগরিকত্ব, যা পৃথক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের একটি অংশ করে তোলে। এবং সেই মাধ্যমটি যার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রের অন্তর্গত। রাষ্ট্রের আধুনিক ব্যবহারগুলি সাধারণত এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করে এবং ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রটির অর্থ নাগরিকত্বের অধিকার, দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা সহ নাগরিকত্ব বোঝায়। এর অর্থ হ'ল অভিবাসন সম্পর্কিত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলির মধ্যে, রাজ্যের প্রত্যেকেই নাগরিক, কেবল সঠিক বংশধর ব্যক্তিরা নয়। রাষ্ট্রের স্তরে রয়েছে সরকার, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, একটি বিচার ব্যবস্থা, একটি স্পষ্টভাবে। সংজ্ঞায়িত ভৌগলিক অঞ্চল এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ'ল নাগরিকদের মধ্যে অনেক নাগরিক নাগরিকত্বের চেয়ে ঐতিহ্য এবং পূর্বপুরুষের মাধ্যমে নিজেকে রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে পারে, ফলে জাতি এবং রাষ্ট্র বিভ্রান্ত হয়।

রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র হিসাবে অভিন্ন হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যাটি হ'ল এটি একটি মানুষের সাংস্কৃতিক দিক, ভাষা, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ইতিহাসকে উপেক্ষা করে। মাল্টিনেশন রাষ্ট্রগুলি (কানাডা, বেলজিয়াম, চীন) অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং বিভিন্ন দেশ-রাজ্য জুড়ে লোকেরা যুক্ত হতে পারে। তুরস্ক, ইরান, ইরাক এবং সিরিয়া ও আর্মেনিয়ায় অনেক সদস্যের সাথে কুর্দিরা আধুনিকতার উদাহরণ। হবসবাউম উল্লেখ করেছেন যে "একদিকে আঞ্চলিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের সংস্থার সাথে জাতিগত, ভাষাতাত্ত্বিক বা অন্যান্য ভিত্তিতে বা গ্রুপের সদস্যতার সম্মিলিত স্বীকৃতি দেয় এমন অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একটি" জাতি "সনাক্তকরণের মধ্যে কোনও যৌক্তিক সংযোগ ছিল না"। দেশকে রাষ্ট্রের সাথে অভিন্ন করে তুলতে ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মতো বড় বড় দেশগুলির গঠনের সময়টি সম্ভবত বোধগম্য হয়েছিল, তবে এই ছোট্ট দলগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল যারা সঠিকভাবে জনগণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু কে রাষ্ট্র গঠনের উপায় ছিল না। হবসবাউম লক্ষ্য করেছেন যে 1880-1914 সময়কালে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় আন্দোলন তিনটি বৈশিষ্ট্য বিকাশ করেছিল। i)আকারের প্রান্তিক নীতি ত্যাগ - জনগণের যে কোনও সংখ্যাকে একটি জাতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, ii) জাতিসত্তা এবং ভাষা সম্ভবত জাতীয়তার একমাত্র সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং iii) জাতীয়তাবাদ কখনও কখনও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং হয়ে যায় দেশপ্রেম এবং জাতীয় প্রতীক যেমন পতাকা হিসাবে চিহ্নিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংগঠনের প্রাথমিক ইউনিটগুলির উল্লেখ করার সময় "জাতিরাষ্ট্র" ধারণাটি ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে, আধুনিক সমাজগুলিতে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের কারণে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবস্থাকে স্থির আইনী এবং আঞ্চলিক সীমানা সহ রাষ্ট্রগুলির একটি সিস্টেম হিসাবে বর্ণনা করা আরও সঠিক।

ঠান্ডা যুদ্ধের শেষে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদীরা জাতির স্ব-নির্ধারণ এবং এমন একটি রাষ্ট্রের অর্জনের সন্ধান করেছে যা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত জাতির সাথে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, প্রতিটি "জাতির" এর নিজস্ব রাষ্ট্র নেই এবং রাষ্ট্রীয়তা, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই দ্বি-মেরু পরবর্তী বিশ্বের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্বের মূল ভিত্তি ছিল। ইস্রায়েল ফিলিপিন সংঘাত থেকে শুরু করে স্কটিশ এবং কাতালানদের কাছে সমকালীন মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রীয় সীমানা ভেঙে ফেলার জন্য স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিল, জাতি ও রাজ্যগুলির মধ্যে যে মিল রয়েছে তা কীভাবে পুনর্মিলন করা যায় তা প্রশ্ন কখনই সামাজিক বিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেনি। তবে ভারত ও পাকিস্তান, গ্রীস এবং তুরস্ক বিভাগের অরাজক ফলাফল এবং দক্ষিণ ও উত্তর সুদান অবস্থা নিয়ে যে কোনও প্রশ্নকে অত্যন্ত বিতর্কিত করে তুলেছে। কোনও জাতির সীমানাকে আইনী রাজনৈতিক অবস্থান হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সংজ্ঞা দেওয়া সহজ প্রচেষ্টা নয়।